দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 8 ...

ডিপ্লোমা শিক্ষার বিড়ম্বনা

মো. রেদোয়ান হোসেন

হাতে-কলমে বাস্তবধর্মী শিক্ষার নাম কারিগরি শিক্ষা। বেকারত্বের বিপরীতে চাকরির সহজলভ্যতার কারণে নতুন প্রজন্ম এ শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। বর্তমানে দেশে তিন মাস থেকে চার বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে ডিপ্লোমা কোর্স বিদ্যমান। এসব কোর্সে ভর্তির যোগ্যতায় রয়েছে ভিন্নতা। এই ভিন্নতার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে পদ-মর্যাদার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় কর্মজীবনে প্রতি পদে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।

ডিপ্লোমাধারীরা সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনার শিকার হয় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে এসে। চার বছরে ডিপ্লোমা পাস করে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনেও লাগে চার বছর, যা সাধারণ শিক্ষার চেয়ে দুই শিক্ষাবর্ষ বেশি। বহির্বিশ্বের মতো ডিপ্লোমার সঙ্গে স্নাতকের সমন্বয় করে শিক্ষাবর্ষ কমানোর রীতি এদেশে নেই। ফলে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে এসে জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে দুটি মূল্যবান বছর। উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রসঙ্গে বর্তমানে ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক, ৫টি সরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ৩৭৫টি বেসরকারি পলিটেকনিক থেকে প্রতি বছর প্রায় ৭৫ হাজার শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ডিগ্রি নিচ্ছে। অথচ তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (৫৪০ আসনের) ও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১০০ আসনের)। আশির দশকে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি নির্মিত হওয়ার পর গত ৩০ বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়ার পরেও নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। ফলে অনেক ডিপ্লোমাধারীর কাছে উচ্চশিক্ষাটা শুধু স্বপ্নই থেকে যায়।

অতি সম্প্রতি দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) ডিপ্লোমাধারীদের ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়। চার বছর ডিপ্লোমা করে দুই বছর জুনিয়র ইন্টার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের (ইন্টারের) সিলেবাসে পরীক্ষা দিয়ে প্রতিযোগিতা করা প্রায় অসম্ভব। প্রয়োজন ডিপ্লোমার সিলেবাসে ভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা। তবেই হবে প্রকৃত মেধা যাচাই। আশা করি, সরকার ডিপ্লোমাধারীদের উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পাশাপাশি যাবতীয় বিড়ম্বনার অবসানে উদ্যোগী হবে।

বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টাঙ্গাইল